অষ্টম দার্‌স

الدرس الثامن

জান্নাত ও তার নিয়ামতঃ

الجنة ونعيمها

জান্নাত চিরস্থায়িত্ব ও মর্যাদার আবাস যা আল্লাহ তাঁর সৎ বান্দাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন। তাতে এমন নিয়ামত আছে, যা চক্ষু কখনোও দেখেনি, কান কখনোও শুনেনি, এমন কি মানুষের অন্তরে কখনোও ধারণা ও কল্পনা রূপেও উদিত হয়নি। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة:١٧]

"কেউ জানে না যে, তার জন্য জান্নাতে তাদের আমলের বিনিময়ে চক্ষুশীতলকারী কি কি সামগ্রী যোগাড় রাখা হয়েছে।" (সূরা সাজদা ১৭) মু'মিনগণের আমল অনুসারে জান্নাতে তাদের স্তর ও শ্রেণী ভিন্ন হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ [المجادلة:١١]

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং জ্ঞান প্রাপ্ত, আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দিবেন।" (সূরা মুজাদিলা ১১) আর তাঁরা নিজের কামনা ও রুচি অনুযায়ী যা ইচ্ছা পানাহার করবেন।তাতে আছে স্বচ্ছ পানির নহর, নির্মল দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, পরিশোধিত মধুর নহর এবং পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শারাবের নহর। তবে তাঁদের সে শারাব দুনিয়ার শারাবের মত নয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ* بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ* لا فِيهَا غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴾ (الصافات:٤٥-٤٧)

"শারাবের ঝর্ণাসমূহ হতে পান পাত্র পূর্ণ করে তাঁদের মধ্যে ঘুরানো হবে। তা উজ্জ্বল পানীয় পানকারীদের জন্য সুপেয়,সুস্বাদু। না তাদের দেহে তার দরুণ কোন ক্ষতি হবে, না তাঁদের জ্ঞান-বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যাবে।" (সূরা সাফ্‌ফাত ৪৫-৪৭)। সেখানে তাঁরা হুরদেরকে বিবাহ করবেন। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا)) رواه البخاري ٢٧٩٦

"জান্নাতের এক তরুণী যদি দুনিয়াবাসীকে একবার উঁকি মেরে দেখে, তাহলে আসমান ও যমীন আলোকিত হয়ে যাবে এবং ভরে দেবে সুগন্ধে।" (বুখারী ২৭৯৬) জান্নাতীদের সর্বাপেক্ষা বড় নিয়ামত হবে পূত-পবিত্র মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দর্শন লাভ। জান্নাতবাসীরা পেশাব পায়খানা করবে না, ফেলবে না থুথু। চিরুণী হবে স্বর্ণের, ঘাম মিস্কের। এ নিয়ামত অব্যাহত থাকবে, কখনোও বন্ধ হবে না। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ يَنْعَمُ لَا يَبْأَسُ لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ)) رواه مسلم ٢٨٣٦

"যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে স্বাচ্ছন্দে থাকবে ও চিন্তামুক্ত থাকবে। তার কাপড় পুরানো হবে না এবং তার যৌবন ক্ষয় হবে না।" (মুসলিম ২৮৩৬) জাহান্নাম থেকে সর্ব শেষে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তি জান্নাতের যে অংশটুকু লাভ করবে, তা পৃথিবী ও পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর চেয়ে দশ গুণ শ্রেয় হবে।